Sanatan Dharma

নর্মদা পরিক্রমার আধ্যাত্মিক অর্থ

নর্মদা পরিক্রমার আধ্যাত্মিক অর্থ--

“হে তীর্থযাত্রী গন , নর্মদা পরিক্রমা কেবল নদীকে ঘুরে দেখা নয়—
এ হল মাতৃশক্তির সজীব দেহকে স্পর্শ করে
আত্মাকে শুদ্ধ করার এক নীরব উপাসনা।”

১. নর্মদা — চলমান ব্রহ্মশক্তি

“গঙ্গা জ্ঞানময়ী, যমুনা ভক্তিময়ী, কিন্তু নর্মদা তপোময়ী।
তাঁর জলের শব্দে ঋষিদের ধ্যান আজও প্রবাহিত।
এই তপোরূপী শক্তিকে ঘিরেই পরিক্রমা—
অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তিকে বৃত্তাকারে সম্মান জানানো।”

২. পরিক্রমা মানে মায়ের চারদিকে আত্মার পদস্পর্শ

“নর্মদা হল মা। সাধক যখন তাঁর বাঁ-দিক ধরে যাত্রা শুরু করে
এবং ডান-দিক দিয়ে ফিরে আসে—
তখন সে আদতে নিজের জীবনচক্রকেই পূর্ণ করে।
এটি জন্ম থেকে মৃত্যু, মৃত্যু থেকে পুনর্জন্ম—
এই চক্রেরই আধ্যাত্মিক প্রতিরূপ।”

৩. নর্মদার তীরে পদে পদে অহং ক্ষয় হয়

“নর্মদা পরিক্রমায় যাত্রা কঠিন, পথ অনিশ্চিত, বিশ্রাম কম।
এই কষ্টই সাধককে শেখায়—
‘আমি কিছুই নই, সবই তাঁর করুণা।’
অহংকার ভেঙে গেলে আত্মা মায়ের তীরে জলবিন্দুর মতো শান্ত হয়।”

৪. পরিক্রমা পথে প্রতিটি পদক্ষেপে এক একটি উপদেশ

“পাথরে পা ব্যথা পায়— তখন শেখায় ধৈর্য।
রোদে পথ শুকায়— শেখায় দৃঢ়তা।
রাতে অন্ধকার— শেখায় আস্থা।
নদী পারাপারে ভয়— শেখায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ।
নর্মদার তীরে প্রকৃতিও যেন গুরু হয়ে ওঠেন।”

৫. নর্মদা পরিক্রমা— ‘অচিন্ত্য শক্তির সঙ্গে চুক্তি’

Published on: Nov, 17 2025 10:51

“নর্মদা বলে
‘যদি তোমার ভক্তির সত্য থাকে, আমি তোমাকে পথ দেখাব।’
পরিক্রমা করতে গিয়ে মানুষের খাদ্য, ঘুম, আশ্রয়
সবই অনিশ্চিত।
কিন্তু তাঁকে রক্ষা করেন মায়ের অদৃশ্য হাত।
এই অদৃশ্য সহায়তাই তপস্যার পরম ফল।”

৬. পরিক্রমার বৃত্তের পূর্ণতা মানে অন্তরের পূর্ণতা

“যেদিন সাধক নিজের পদে পদে নর্মদাকে প্রদক্ষিণ করে ফিরে আসে,
সেদিন তার অন্তরেও এক সম্পূর্ণ বৃত্ত রচিত হয়
তাঁর ভেতরের ছিন্ন-বিচ্ছিন্নতা একাকার হয়ে
শান্তি, এক পূর্ণ বৃত্তে পরিণত হয়।”

৭. নর্মদা পরিক্রমার গুপ্ত উপদেশ

“ নর্মদা পরিক্রমা আসলে তিনটি পরিক্রমা
1) বাহ্যিক: নদীর চারদিকে।
2) অন্তর: নিজের কলুষতার চারদিকে প্রক্ষালন।
3) ঈশ্বরীয়: দেবী শক্তির চারদিকে পরম আত্মসমর্পণ।
এ তিনটি পূর্ণ হলে তবেই সত্য পরিক্রমা সম্পূর্ণ হয়।”

নর্মদে হর